রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

রবিবার, অক্টোবার ১, ১৯৮৯

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

শিল্প মন্ত্রণালয়

প্রজ্ঞাপন

ঢাকা, ০১শে ভাদ্র, ১৩৯৬/১৫ই সেপ্টেম্বর, ১৯৮৯

নং শিল্প/ম্বস-৩/পার-১১/৮৮/২৫৫—গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার প্রত্যেক কর্পোরেশন, রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প প্রতিষ্ঠান/কারখানা এবং ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের মধ্যে সাব-কন্ট্রাকটিং ব্যবস্থাধীনের মাধ্যমে লিংকেজ স্থাপনপূর্বক ধাতব, প্লাস্টিক, চীনামাটি প্রভৃতি হইতে প্রস্তুত যন্ত্রপাতি ও যন্ত্রাংশ সংগ্রহের জন্য নিম্নোক্ত বিধিমালা জারী করিতেছে।

২। এই বিধিমালা অনতিবিলম্বে সংশ্লিষ্ট সংস্থাসমূহ প্রয়োগ করিবার ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।

৩। যে সকল মন্ত্রণালয় এবং তাহাদের অধীনস্থ সংস্থার জন্য এই বিধিমালা প্রযোজ্য হইবে তাদের তালিকা নিম্নের তপসিলে প্রদত্ত হইল ঃ

তপসিল

১। সচিব, সংস্থাপন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২। সচিব, রেলওয়ে বিভাগ, যোগাযোগ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৩। সচিব, সড়ক ও জনপথ বিভাগ, যোগাযোগ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৪। সচিব, পূর্ত মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৫। সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৬। সচিব, জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৭। সচিব, সেচ, পানি উন্নয়ন ও বন্যা নিয়ন্ত্রণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

মূল্য ঃ ৬০ পয়সা

Scanned with CamScanner

৮। সচিব, ডাক, তার ও টেলিফোন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৯। সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
১০। সচিব, বস্ত্র মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১১। সচিব, পাট মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১২। সচিব, তথ্য মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১৩। সচিব, খাদ্য মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১৪। সচিব, নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১৫। সচিব, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১৬। সচিব, মৎস্য ও পশু সম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১৭। সচিব, স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১৮। সচিব, প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১৯। সচিব, ভূমি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২০। সচিব, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২১। সচিব, বেসামরিক-বিমান চলাচল ও পর্যটন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২২। গভর্ণর, বাংলাদেশ ব্যাংক, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা।
২৩। চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, ঢাকা।
২৪। চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ ওয়াসা, ঢাকা।
২৫। চেয়ারম্যান, বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড, ঢাকা।
২৬। চেয়ারম্যান, পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড, ঢাকা।
২৭। চেয়ারম্যান, টি এন্ড টি বোর্ড, ঢাকা।
২৮। চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প সংস্থা, ঢাকা।
২৯। চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ রসায়ন শিল্প সংস্থা, ঢাকা।
৩০। চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ ইস্পাত ও প্রকৌশল সংস্থা, ঢাকা।
৩১। চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প সংস্থা, ঢাকা।
৩২। চেয়ারম্যান, বি জে এম সি, ঢাকা।
৩৩। চেয়ারম্যান, বি টি এম সি, ঢাকা।
৩৪। চেয়ারম্যান, বিএফআইডিসি, ঢাকা।
৩৫। চেয়ারম্যান, বিআরটিসি, ঢাকা।
৩৬। চেয়ারম্যান, বিআইডব্লিউটিসি, ঢাকা।
৩৭। চেয়ারম্যান, জাতীয় সম্প্রচার কর্তৃপক্ষ, ঢাকা।
৩৮। চেয়ারম্যান, চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ, চট্টগ্রাম।
৩৯। চেয়ারম্যান, খুলনা বন্দর কর্তৃপক্ষ, খুলনা।
৪০। চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ ওয়াসা, চট্টগ্রাম।
৪১। চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ শিপিং করপোরেশন, ঢাকা।
৪২। চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ তৈল, গ্যাস ও খনিজ সম্পদ করপোরেশন, ঢাকা।
৪৩। চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম করপোরেশন, ঢাকা।

CS Scanned with CamScanner

৪৪। চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ চা বোর্ড, ১৭১-১৭২, বায়েজীদ বোস্তামী রোড, নাসিরাবাদ, চট্টগ্রাম।
৪৫। চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ রেশম বোর্ড রাজশাহী।
৪৬। মহা-পরিচালক, খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা।
৪৭। প্রধান প্রকৌশলী, গণপূর্ত বিভাগ, সেগুন বাগিচা, ঢাকা।
৪৮। প্রধান প্রকৌশলী, জন স্বাস্থ্য প্রকৌশল, ঢাকা।
৪৯। প্রধান প্রকৌশলী, সড়ক ও জনপথ বিভাগ, ঢাকা।
৫০। ব্যবস্থাপনা পরিচালক, বাংলাদেশ চলচ্চিত্র উন্নয়ন সংস্থা, ঢাকা।
৫১। ট্রান্সপোর্ট কমিশনার, সরকারী পরিবহন পুল, ঢাকা।
৫২। মহা-ব্যবস্থাপক (পূর্ব), বাংলাদেশ রেলওয়ে, চট্টগ্রাম।
৫৩। মহা-ব্যবস্থাপক (পশ্চিম), বাংলাদেশ রেলওয়ে, রাজশাহী।
৫৪। ব্যবস্থাপনা পরিচালক, বাংলাদেশ বিমান, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা।
৫৫। মহা-পরিচালক বাংলাদেশ হ্যান্ডলুম বোর্ড, ৩৩৪, সেগুন বাগিচা, ঢাকা।
৫৬। ইন্সপেক্টর জেনারেল অব পুলিশ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৫৭। পোষ্ট মাষ্টার জেনারেল, বাংলাদেশ ডাক বিভাগ, জিপিও, ঢাকা।
৫৮। সচিব, ঢাকা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন, ঢাকা।
৫৯। সচিব, চট্টগ্রাম মিউনিসিপ্যাল করপোরেশন, চট্টগ্রাম।

বিষয়ঃ সরকারী কর্পোরেশন, রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প প্রতিষ্ঠান/কারখানা এবং ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের মধ্যে সাব-কন্ট্রাকটিং ব্যবস্থাধীনের মাধ্যমে লিংকেজ স্থাপনপূর্বক ধাতব, প্লাস্টিক, চীনামাটি প্রভৃতি হইতে প্রস্তুত যন্ত্রপাতি ও যন্ত্রাংশ সংগ্রহের বিধিমালা।

বর্তমানে দেশে অনেক ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প বৃহৎ শিল্পের যন্ত্রাংশ বা উৎপাদন প্রক্রিয়ায় নিয়োজিত যন্ত্রপাতি প্রস্তুত করিতে সক্ষম। বিনিয়োগযোগ্য পুঁজির স্বল্পতা এবং ব্যবহারকারী প্রতিষ্ঠানের ক্রয়ের অনিশ্চয়তায় এই সমস্ত ক্ষুদ্র শিল্প প্রতিষ্ঠান বাণিজ্যিক ভিত্তিতে সকল যন্ত্রপাতি/যন্ত্রে ব্যবহৃত যন্ত্রাংশ প্রস্তুত করিয়া বাজারে সরবরাহ করিতে পারিতেছে না। বর্তমান অবস্থায় শুধু কার্যাদেশের বিপরীতেই এই সকল জিনিষ প্রস্তুত ও সরবরাহ করিতে পারে, অথচ বৃহৎ শিল্প বিশেষ করিয়া সরকারী শিল্প হইতে তাহারা প্রয়োজনীয় কার্যাদেশ পাইতেছে না। তাই মেধা, দক্ষতা, নিপুণতা ও কর্মকুশলতা থাকা সত্বেও তাহাদের কারখানার পূর্ণ মাত্রায় ব্যবহার সম্ভব হইতেছে না।

২.০০ঃ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের বিকাশের মাধ্যমে দেশে যেমন পর্যাপ্ত কর্মসংস্থানের সম্ভাবনাময় দিক রহিয়াছে, তেমনি সংশ্লিষ্ট সকলের নিকট হইতে স্বতঃস্ফূর্ত সুযোগ সহায়তা পাইলে প্রয়োজনীয় খুচরা যন্ত্রাংশের এবং ভারী শিল্পে উৎপাদনে ব্যবহৃত মেশিন/যন্ত্রপাতির অংশ বিশেষেরও চাহিদা মিটাইবার সুযোগ রহিয়াছে। ইহাতে দেশীয় ভারী শিল্পের বিদেশের উপর নির্ভরশীলতা হ্রাস পাইবে, সেই সংগে বর্তমানে যন্ত্রাংশ আমদানী বাবদ বাৎসরিক আনুমানিক যে ৩২০.০০ কোটি টাকা ব্যয় হয় তাহারও বহুলাংশে সাশ্রয় হইবে। তাহা ছাড়া আরও আশা করা যাইতেছে যে এই ব্যবস্থার ফলে সকল ক্ষুদ্র শিল্পের উত্তরোত্তর দক্ষতা বৃদ্ধি ও যন্ত্রপাতি উৎপাদনে নিখুঁত কৌশল আয়ত্ত করা সম্ভব হইবে।

Scanned with CamScanner

৩.০০ : এই সকল দিক বিবেচনা করিয়া শিল্পায়নের জন্য গৃহীত কৌশল হিসাবে বর্তমান শিল্প নীতিতে লিংকেজ ইন্ডাস্ট্রিজ ও সাব-কন্ট্রাকটিং পদ্ধতির সুনির্দিষ্ট ব্যবস্থা রাখা হইয়াছে। বেসরকারী শিল্পগুলি তাহাদের নিজস্ব কারখানার প্রয়োজনীয় যন্ত্রাংশের চাহিদা দেশীয় ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প হইতেই অধিকাংশ ভাবে মিটাইতেছে। কিন্তু সরকারী কর্পোরেশন/রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প প্রতিষ্ঠান/কারখানাগুলি সরকারী বিধি/নিয়ম, ক্রয়নীতি ইত্যাদির বাধ্যবাধকতার কারণে তাহাদের কারখানার স্বার্থে প্রয়োজন থাকা সত্বেও এই সুযোগ নির্ভয়ে ও নির্দ্বিধায় গ্রহণ করিতে পারিতেছে না।

৪.০০ : এই সমস্যা উত্তরণের জন্য সরকারী কর্পোরেশন, রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প প্রতিষ্ঠান/কারখানা এবং ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের মধ্যে লিংকেজ ও সাব-কন্ট্রাকটিং ব্যবস্থাধীনে ধাতব, প্লাস্টিক, চীনামাটি প্রভৃতি হইতে প্রস্তুতকৃত যন্ত্রাপাতি/যন্ত্রাংশ ক্রয়ের জন্য নিম্নলিখিত বিধিমালা জারী করার সিদ্ধান্ত সরকার গ্রহণ করিয়াছেন।

৫.০০ : স্থানীয় শিল্পে, বিশেষ করিয়া ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের প্রসার ও উন্নয়ন উৎসাহিত করার জন্য স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত পণ্য সামগ্রী, যন্ত্রাপাতি, ক্ষুদ্র যন্ত্রাংশ ইত্যাদি সংগ্রহকে অবশ্যই প্রাধান্য দিতে হইবে। এমনকি এ উদ্দেশ্যে প্রয়োজনবোধে সরকারী কর্পোরেশন/রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্প/কারখানাসমূহ তাহাদের প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি/যন্ত্রাংশের স্পেশিফিকেশন সম্ভাব্য পরিবর্তন করিবে এবং তাহা সংগ্রহের জন্য সাব-কন্ট্রাকটিং/লিংকেজ পদ্ধতি প্রবর্তন করিবে।

৬.০০ : এই জন্য পণ্য সামগ্রী সংগ্রহের উদ্দেশ্যে নিম্নে উল্লেখিত ৩ (তিন) টি পদ্ধতি মুখ্যভাবে গ্রহণ করিতে হইবে।

৬.০১ : বিসিকের সহিত যে সমস্ত কর্পোরেশন, রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প প্রতিষ্ঠান-প্রকল্প/ওয়ার্কসপ ইত্যাদির সাব-কন্ট্রাকটিং পদ্ধতিতে পণ্য সামগ্রী ক্রয়ের চুক্তি সম্পাদিত হইয়াছে/হইবে তাহাদের জন্য প্রযোজ্য পদ্ধতি।

৬.০২ : বিভিন্ন সরকারী প্রতিষ্ঠান/কর্পোরেশন/রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প কারখানা বা প্রকল্প/ওয়ার্কসপ প্রভৃতির মধ্যে সাব-কন্ট্রাকটিং ও লিংকেজ ব্যবস্থায় সামগ্রী ক্রয়ের জন্য প্রযোজ্য পদ্ধতি।

৬.০৩ : যে সমস্ত যন্ত্রাংশ বা যন্ত্রপাতি বর্তমানে উৎপাদনের জন্য দেশে কোন ব্যবস্থা নাই বা থাকিলেও ঐ সমস্ত যন্ত্রপাতি/যন্ত্রাংশ বিদেশ থেকে আমদানী হয় তাহা উদ্ভাবন, উৎপাদন ও ক্রয়ের জন্য বিভিন্ন কর্পোরেশন/প্রতিষ্ঠান-প্রকল্প/ওয়ার্কসপ ইত্যাদি কর্তৃক প্রযোজ্য পদ্ধতি।

৭.০০ : উল্লেখিত ৬.০১ অনুচ্ছেদের পদ্ধতি নিম্নরূপ হইবে :

৭.০১ : বিসিক দেশে স্থাপিত সম্ভাবনাময় ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পগুলিকে সাব-কন্ট্রাকটিং এ তালিকাভুক্তি করিবে।

৭.০২ : বিসিকের সহিত সাব-কন্ট্রাকটিং তালিকাভুক্তির জন্য ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পগুলি নিম্নে বর্ণিত সত্যায়িত দলিল-পত্র সরবরাহ করিবে।

৭.০২.০১ : প্রস্তুতকারক লাইসেন্স,

৭.০২.০২ : ব্যবসায়ের লাইসেন্স,

৭.০২.০৩ : জি আই আর নাম্বার, (Gross Income Rate Number) / TIN (Tax Identification Number)

৭.০২.০৪ : আয়কর সার্টিফিকেট (যেখানে প্রযোজ্য),

৭.০২.০৫ : শিল্প প্রতিষ্ঠানটি ব্যক্তিগত মালিকানাধীন, অংশীদারদের দ্বারা চালিত অথবা পাবলিক লিমিটেড কিনা এই মর্মে দলিল-পত্রাদি।

Scanned with CamScanner

৭.০২.০৬ : বিসিকের নিবন্ধিকরণ পত্র,

৭.০২০.৭ : অন্তত: ২ (দুই) বছরের অস্তিত্বশীলতার প্রমাণাদি.

৭.০২.০৮ : বিগত ২ (দুই) বছরে প্রস্তুতকৃত দ্রব্যাদি এবং ক্রয়কারী/ব্যবসায়ী সংস্থাসমূহের নাম.

৭.০২.০৯ : নিজস্ব জায়গায় স্থাপিত হইলে তার দলিল-পত্রাদি এবং ভাড়া জায়গার হইলে অন্তত: ৫ (পাঁচ) বছরের ভাড়া চুক্তিপত্র।

৭.০৩ : প্রত্যেক সরকারী কর্পোরেশন/রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প প্রতিষ্ঠান-প্রকল্প/ওয়ার্কসপ তাহাদের চাহিদা পূরণে সক্ষম সম্ভাবনাময় যন্ত্রাংশ তৈরী ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের একটি তালিকা প্রণয়ন করিবে। এই তালিকা বিসিক এর সহিত নিবন্ধিকৃত শিল্প প্রতিষ্ঠানের হইবে।

৭.০৪ : সংগ্রহকারী সংস্থা কর্তৃক তালিকাভুক্তির জন্য কোন ফি প্রয়োজন হইবে না।

৭.০৫ : এই তালিকাভুক্তি কমপক্ষে ৩ (তিন) বৎসরের জন্য করিতে হইবে।

৭.০৬ : তালিকাভুক্ত শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলিকে তাদের উৎপাদিত পণ্যের প্রকৃতি অনুযায়ী শ্রেণী বিন্যাস করিতে হইবে।

৭.০৭ : প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি, যন্ত্রাংশ ও অন্যান্য পণ্য সংগ্রহের জন্য যদি একাধিক প্রস্তুতকারী ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প প্রতিষ্ঠান থাকে তবে তাহাদের মধ্যে সীমিত দরপত্র আহ্বান করিতে হইবে।

৭.০৮ : দরপত্রের জন্য কোন মূল্য এবং আর্নেস্টমানির প্রয়োজন হইবে না।

৭.০৯ : দরপত্র সংগ্রহের জন্য সংবাদ পত্রে বিজ্ঞাপন দানেরও কোন প্রয়োজন হইবে না।

৭.১০ : যদি পণ্যের স্পেসিফিকেশন ঠিক থাকে তবে সর্বনিম্ন দরের ভিত্তিতে কার্যাদেশ দিতে হইবে।

৭.১১ : যদি কোন দরপত্রে স্পেসিফিকেশন ঠিক না থাকে তবে তাহা বাতিলযোগ্য হইবে এবং সেই ক্ষেত্রে অন্যান্য যাহাদের স্পেসিফিকেশন ঠিক আছে তাদের মূল্যায়ন করিতে হইবে।

৭.১২ : প্রয়োজনবোধে সংগ্রহকারী কর্তৃপক্ষ দর দাতাদের মধ্যে কার্যাদেশ ভাগ করিয়া দিতে পারিবে।

৭.১৩ : যদি একটি মাত্র দরপত্র দাতা শিল্প প্রতিষ্ঠান থাকে তবে সংগ্রহকারী প্রতিষ্ঠানের গঠিত টেন্ডার/মূল্য নির্ধারণ কমিটি দর কষাকষির মাধ্যমে মূল্য নির্ধারণ করিবে। কোন যন্ত্রাংশ বিদেশ হইতে সংগ্রহ করা হইলে সেই মূল্য বিবেচনার মধ্যে রাখিতে হইবে। পারস্পরিক অলোচনার মাধ্যমে দর ঠিক করা হইবে।

৭.১৪ : কোন ক্ষেত্রে দর কষাকষির মাধ্যমে দর নির্ধারণ সম্ভব না হইলে তাহা পরবর্তী উর্ধতন কর্তৃপক্ষের নিকট পেশ করিতে হইবে।

৭.১৫ : কার্যাদেশটি সময়মত এবং স্বার্থকভাবে বাস্তবায়নের জন্য সংগ্রহকারী প্রতিষ্ঠানের সহিত সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানকে ৩ (তিন) টাকা মূল্যের নন-জুডিশিয়াল ষ্টাম্পে চুক্তি স্বাক্ষর করিতে হইবে।

CS Scanned with CamScanner

৭.১৬ : সংগ্রহকারী সংস্থা নির্মিতব্য যন্ত্রপাতি/যন্ত্রাংশের জন্য ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পগুলিকে কারিগরি জ্ঞান বিশেষ করিয়া বিস্তারিত স্পেসিফিকেশন, ড্রয়িং, ডিজাইন, কাঁচামালের গুণগতমান, পণ্যের নমুনা ইত্যাদি সরবরাহ করিবে।

৭.১৭ : সংগ্রহকারী কর্তৃপক্ষকে সকল ক্ষেত্রে যন্ত্রপাতি, যন্ত্রাংশ ইত্যাদি ক্রয়ের জন্য সরকার কর্তৃক নির্ধারিত ক্রয় ক্ষমতার আর্থিক সীমা পালন করিতে হইবে।

৭.১৮ : সরবরাহকৃত যন্ত্রপাতি. যন্ত্রাংশের মান নির্ণয়ের জন্য প্রত্যেকটি সংগ্রহকারী সংস্থার ৩ (তিন) সদস্য বিশিষ্ট মান-নির্ণয় কমিটি থাকিতে হইবে। কোয়ালিটি কন্ট্রোল বিভাগ/শাখার প্রধান এই কমিটির প্রধান হইবে। যেখানে কোয়ালিটি কন্ট্রোল বিভাগ/শাখা নাই সেখানে উৎপাদন বিভাগের প্রধান এই মান-নির্ণয় কমিটির প্রধান হইবে।

৭.১৯ : যদি মান-নির্ণয় কমিটি ও সরবরাহকারী শিল্প প্রতিষ্ঠানের মধ্যে মত-বিরোধ হয় তাহা হইলে সরবরাহকৃত যন্ত্র/যন্ত্রাংশ আন্তর্জাতিক মানের মান-নির্ণয় প্রতিষ্ঠান এসজিএস/বুয়েট/বিএসটিআই/বিসিএসআইআর কর্তৃক নিরীক্ষিত হইবে এবং তাহাদের মতামতই চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

৭.২০ : সংগ্রহকারী সংস্থা কর্তৃক সরবরাহকৃত যন্ত্র/যন্ত্রাংশের মেটিরিয়্যাল রিসিভিং রিপোর্ট (এমআরআর) ৭ (সাত) দিনের মধ্যে জারী করিতে হইবে।

৭.২১ : এমআরআর জারী হওয়ার ৭ (সাত) দিনের মধ্যে সরবরাহকৃত যন্ত্র/যন্ত্রাংশের সম্পূর্ণ মূল্য পরিশোধ করিতে হইবে।

৭.২২ : সরবরাহকারী শিল্প প্রতিষ্ঠান লিখিত জানাইলে কার্যাদেশের বিপরীতে ৫০% মূল্য অগ্রিম দেয়া যাইতে পারিবে।

৭.২৩ : যে ক্ষেত্রে কোন অগ্রিম দেয়া হয় নাই, সেক্ষেত্রে রানিং বিল দেয়া যাইবে, তবে রানিং বিলের পরিমাণ সরবরাহকৃত যন্ত্র/যন্ত্রাংশ এর মূল্যের ৭৫% এর বেশী হইবে না।

৭.২৪ : কার্যাদেশ প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনবোধে সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানগুলির কারখানায় পণ্য প্রস্তুতের পর্যায়ে পরিদর্শন করিতে এবং প্রয়োজনীয় কারিগরি সহায়তা প্রদান করিতে পারিবে।

৭.২৫ : বিসিক এর নিবন্ধকৃত শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলিকে কার্যাদেশ দেওয়া হইবে, এই কার্যাদেশের একটি অনুলিপি বিসিককেও সরবরাহ করিতে হইবে।

৭.২৬ : কার্যাদেশকৃত যন্ত্র/যন্ত্রাংশ সময়মত ও সঠিক মানের হইতেছে কিনা তাহা বিসিক এর প্রকৌশলীবৃন্দ সার্বক্ষণিকভাবে তত্ত্বাবধান করিবে।

৭.২৭ : যদি কার্যাদেশপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান সঠিকমানের এবং সময়মত যন্ত্র/যন্ত্রাংশ সরবরাহ করিতে ব্যর্থ হয় তাহা হইলে বিসিক সরবরাহকারীদের বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।

৭.২৮ : কার্যাদেশ প্রাপ্তির পর সাব-কন্ট্রাক্টরদের সংগ্রহকারী/ব্যবহারকারী প্রতিষ্ঠানকে এই মর্মে গ্যারান্টি দিতে হইবে যে, ৬ (ছয়) মাসের মধ্যে সরবরাহকৃত কোন যন্ত্র/যন্ত্রাংশ ত্রুটিপূর্ণ পাওয়া গেলে বিনামূল্যে তাহা পরিবর্তন বা মেরামত করিয়া দেওয়া হইবে।

৭.২৯ : কার্যাদেশ এর বিপরীতে কোন সিকিউরিটি ডিপোজিট প্রয়োজন হইবে না।

৭.৩০ : নিম্নলিখিত কারণগুলির জন্য তালিকাভুক্তি বাতিল করা যাইতে পারে।

৭.৩০.০১ : কার্যাদেশকৃত যন্ত্র/যন্ত্রাংশ সরবরাহের অপারগতা,

CS Scanned with CamScanner

৭.৩০.০২ : পর পর ৩ (তিন) বার দরপত্রে অংশ গ্রহণ না করা,
৭.৩০.০৩ : তালিকাভুক্ত প্রতিষ্ঠান কর্তৃক বাতিলকরণের লিখিত আবেদন,
৭.৩০.০৪ : সরকার/কর্পোরেশন কর্তৃক তালিকাভুক্তি বাতিল করার বিশেষ কারণ।

৭.৩১ : এই সংগ্রহ নীতির ফলে যদি কোন সংস্থার বিরূপ আর্থিক প্রতিক্রিয়া দেখা দেয় তার জন্য সংস্থা সরকারের নিকট কোনরূপ ভতুর্কী দাবী করিতে পারিবে না।

৮০০ : বিভিন্ন সরকারী প্রতিষ্ঠান/ কর্পোরেশন/রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প কারখানা/প্রকল্প/ওয়ার্কসপ প্রভৃতির মধ্যে সাব-কন্ট্রাকটিং ও লিংকেজ ব্যবস্থা পণ্য সামগ্রী ক্রয়ের জন্য প্রযোজ্য পদ্ধতি।

৮.০১ : সরকারী প্রতিষ্ঠান/কর্পোরেশন/রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প কারখানা/প্রকল্প/ওয়ার্কসপ তাদের প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি/যন্ত্রাংশ অন্যান্য সরকারী প্রতিষ্ঠান/কর্পোরেশন/রাষ্ট্রয়ত্ত শিল্প কারখানা/প্রকল্প/ওয়ার্কসপ হইতে সংগ্রহ/ক্রয়ের জন্য খবরের কাগজের মাধ্যমে বিজ্ঞপ্তি দিবে না।

৮.০২ : প্রাপ্ত দরখাস্তগুলি একটি কমিটির মাধ্যমে যাচাই করিয়া উৎপাদনের প্রকৃতি অনুযায়ী প্রতিষ্ঠানগুলির শ্রেণী বিন্যাস ও তালিকাভুক্তি করিতে হইবে।

৮.০৩ : অন্যান্য পদ্ধতি পূর্বের ৭.০৩ হইতে ৭.০৫, ৭.০৮ হইতে ৭.১৫, ৭.১৭ হইতে ৭.২৪ এবং ৭.২৮ ও ৭.৩০ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী প্রযোজ্য হইবে।

৯.০০ : যে সমস্ত যন্ত্রাংশ বা যন্ত্রপাতি বর্তমানে উৎপাদনের জন্য দেশে কোন ব্যবস্থা নাই বা থাকলেও ঐ সমস্ত যন্ত্রপাতি/যন্ত্রাংশ বিদেশ হইতে আমদানী হয় কিন্তু উৎপাদন সম্ভব তাহা উদ্ভাবন, উৎপাদন ও ক্রয়/সংগ্রহের জন্য বিভিন্ন সরকারী কর্পোরেশন/রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠান/ প্রকল্প/কারখানা কর্তৃক প্রযোজ্য পদ্ধতি নিম্নরূপ হইবে :

৯.০১ : সংগ্রহকারী/ব্যবহারকারী কর্তৃপক্ষ কোন সম্ভাবনাময় প্রস্তুতকারী শিল্প কারখানার সহিত সরাসরি যোগাযোগ স্থাপন করিবে। বিসিক ও নির্দিষ্ট যন্ত্রপাতি/যন্ত্রাংশের জন্য সম্ভাবনাময় প্রস্তুতকারী শিল্প কারখানার নাম সুপারিশসহ সংগ্রহকারী/ব্যবহারকারী কর্তৃপক্ষের নিকট পাঠাইতে পারে।

৯.০২ : এই প্রস্তুতকারী শিল্প প্রতিষ্ঠানকে প্রয়োজনীয় বিস্তারিত স্পেসিফিকেশন, ড্রয়িং, ডিজাইন, কাঁচামালের নমুনা ইত্যাদি সরবরাহ করিবে।

৯.০৩ : প্রয়োজনবোধে উদ্ভাবন পর্যায়ে মান-নিয়ন্ত্রণ কারিগরি সহায়তা প্রদান করিবে।

৯.০৪ : সম্ভব হইলে প্রয়োজনবোধে ব্যবহারকারী/সংগ্রহকারী সাব-কন্ট্রাকটিং শিল্পটিকে প্রয়োজনীয় ও সঠিক মানের কাঁচামাল সরবরাহ করিবে।

৯.০৫ : সাব-কন্ট্রাকটিং শিল্প প্রতিষ্ঠান চাহিদা অনুযায়ী এই যন্ত্রাংশ উদ্ভাবন করিতে সক্ষম হইলে সংগ্রহকারী/ব্যবহারকারী প্রতিষ্ঠান এই উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান এর সহিত ন্যূনপক্ষে ৩ (তিন) বৎসরের জন্য চুক্তি স্বাক্ষর করিবে।

৯.০৬ : এ ক্ষেত্রে সরবরাহকৃত যন্ত্রাংশ/যন্ত্রাংশের মূল্য দর কষাকষির মাধ্যমে নির্ধারণ করিতে হইবে। আমদানী বিকল্প যন্ত্রপাতি/যন্ত্রাংশের জন্য এই মূল্য সি এন্ড এফ সি দরের ১৫% উর্ধ পর্যন্ত হইতে হইবে।

৯.০৭ : দর কষাকষির এবং ক্রয়/সংগ্রহের অন্যান্য পদ্ধতি ৭.০১ হইতে ৭.২৫, ৭.২৮ এবং ৭.৩০ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী প্রযোজ্য হইবে।

Scanned with CamScanner

১০.০০ : কোন সরকারী কর্পোরেশন/প্রতিষ্ঠান এর নিজস্ব কারখানা থাকিলে তাহার পূর্ণ ব্যবহার অবশ্যই নিশ্চিত করিতে হইবে। এবং এই নিশ্চিতকরণের পরই সাব-কন্ট্রাকটিং ব্যবস্থাধীন যন্ত্রপাতি ও যন্ত্রাংশ সংগ্রহ করিতে পারিবে।

১১:০০ : ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প কারখানাসমূহ তাহাদের কারখানায় ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি/যন্ত্রাংশ সরকারী খাতের বৃহৎ শিল্প প্রতিষ্ঠান/কারখানা হইতে চুক্তির মাধ্যমে প্রস্তুত করাইতে পারিবে।

১২.০০ : সাব-কন্ট্রাকটিং ও লিংকেজ সম্পর্কিত জারীকৃত এই আদেশ সরকারী কর্পোরেশন-এ সংস্থা তাহাদের নিয়ন্ত্রণাধীন প্রতিষ্ঠান/প্রকল্প/কারখানাসমূহে যাহাতে পূর্ণ বাস্তবায়িত হয় তাহা নিশ্চিত করিতে হইবে।

১৩.০০ : সংগ্রহকারী/ক্রয়কারী প্রতিষ্ঠান এর সহিত সরবরাহকারী ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের যন্ত্রপাতি ও যন্ত্রাংশ সরবরাহের কোন মত বিরোধ সৃষ্টি হইলে সংগ্রহকারী সংস্থা/কর্পোরেশন প্রধান বা পরিচালক পর্যায়ে তাহার প্রতিনিধি এবং বিসিক এর প্রধান বা পরিচালক পর্যায়ে তাঁহার প্রতিনিধি তাহা মিমাংসা করিবে।

১৪.০০ : এই আদেশ অনতিবিলম্বে কার্যকর হইবে এবং ইহার কোন পরিবর্তন, পরিবর্ধন, সংযোজন, ব্যত্যায়ন এবং ব্যাখ্যা প্রয়োজনবোধে শিল্প মন্ত্রণালয় কর্তৃক জারী করিবে। এই আদেশ বাংলাদেশ রেলওয়ে, ওয়াসা, বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড, পানি উন্নয়ন বোর্ড, পল্লী বিদ্যুতায়ন, গণপূর্ত বিভাগ, সড়ক ও জনপথ বিভাগ, টেলিগ্রাম ও টেলিফোন, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল, শিক্ষা উপকরণ বোর্ডসমেত দেশের সমস্ত সরবরাহকারী কর্পোরেশন/সংস্থা/প্রকল্প/কারখানায় বাধ্যতামূলকভাবে প্রয়োগ করা হইবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে
আনোয়ারুজ্জামান চৌধুরী
যুগ্ম-সচিব।

মোঃ সিদ্দিকুর রহমান, ডেপুটি কন্ট্রোলার, বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয় ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
খোন্দকার মাহ্‌ফুজাল করিম, ডেপুটি কন্ট্রোলার, বাংলাদেশ ফরমস ও প্রকাশনী অফিস, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত।

CS Scanned with CamScanner